তারিখ ... 14 MAR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

আমাদের সময়

পলাশী ফতেপুর ও আতারপাড়ায় শিক্ষার্থী ৫৪৩, শিক্ষক ৩ জন

আমানুল হক আমান, বাঘা ●

রাজশাহীর বাঘা উপজেলার পদ্মার চরাঞ্চলের পলাশী ফতেপুর ও আতারপাড়ায় দুটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৪৩। বিদ্যালয় দুটিতে ১২ শিক্ষক থাকার কথা থাকলেও রয়েছেন মাত্র ৩ জন। ওই ৩ শিক্ষক আবার ১০ থেকে ২৫ কিলোমিটার দূর থেকে গিয়ে পাঠদান করান। ফলে বিদ্যালয় দুটির শিক্ষার মান নিম্নমুখী হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে পলাশী ফতেপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৮৮। শিক্ষক রয়েছেন ২ জন। আতারপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৫৫ এবং শিক্ষক রয়েছে ১ জন। পলাশী ফতেপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী চাঁচনী খাতুন, অমি খাতুন ও তামিম হোসেন জানায়, তাদের ক্লাসে ৪৬ শিক্ষার্থী। আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও স্যাররা নিয়োমিত পাঠদান করান অত্যন্ত কষ্ট করে। একই কথা বলে চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী সুমি খাতুন, অনিতা খাতুন, হৃদয় আহম্মেদ ও বন্যা খাতুন। ওই বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির সভাপতি জহুরুল ইসলাম জানান, বারবার প্রধান শিক্ষকের মাধ্যমে শিক্ষা কর্মকর্তাকে অবহিত করার পরও শিক্ষক দেওয়া হচ্ছে না। ফলে পৌনে ৪০০ শিক্ষার্থীর লেখাপড়া করাতে ২ শিক্ষককে হিমশিম খেতে হচ্ছে।

বাঘা পদ্মাচরে প্রাথমিক শিক্ষা

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক খায়রুল বাশার বলেন, কী করব, ৮ শিক্ষকের নিয়ম থাকলেও রয়েছে ৩ জন। তাদের মধ্যে একজন পিটিআই ট্রেনিংয়ে রয়েছেন, আরেকজন এক সপ্তাহ আগে বদলি হয়ে অন্যত্র চলে গেছেন। ফলে আমাদের এ ২ শিক্ষক দিয়ে পাঠদান করানো কষ্ট হচ্ছে।

অন্যদিকে পদ্মার চরাঞ্চলের আতারপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৫৫। কিন্তু শিক্ষক মাত্র একজন। পদশূন্য রয়েছে ৩টি। এ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শহর আলী বলেন, আমি ২৫ কিলোমিটার দূর থেকে গিয়ে ক্লাস করি। আমার একার পক্ষে প্রতিদিন ৫টি ক্লাস নেওয়া সম্ভব হয় না। যতটুকু পারি, ততটুকু ক্লাস নিই।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ইয়াকুব আলী জানান, পদ্মার চরাঞ্চলে শিক্ষকরা থাকতে চান না। তাদের এ বিদ্যালয়ে নিয়োগ দেওয়া হলেও তদবির করে বদলি নিয়ে অন্যত্র চলে যান।